অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেকুলার ভ
ারতবর্ষ

আবদুর রাউফ

সেকুলারিজমের সংজ্ঞানির্ধারণ একটা তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই সেদিকে না গিয়ে ইতিহাসের সাহায্যে এর অর্থ অনুধাবন অনেক বেশি সহজসাধ্য বলেই মনে হয়। ইউরোপেই যে প্রথম সেকুলারিজমের ধারণা এবং সেকুলার স্টেটের উদ্ভব ঘটে এ বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। এই কারণেই আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে দেখা অত্যন্ত জরি। অন্নদাশঙ্কর রায় 'আমাদের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, 'আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ইউরোপের ইতিহাস যারা মন দিয়ে পড়েছে তারাই কেবল সেক্যুলার স্টেট বস্তুটিকে ধারণ ও বহন করতে পারে।' (পৃ. ২৩৩, প্রবন্ধ)

পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনে চার্চের স্বেচ্ছাচারী আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা থেকেই ইউরোপে সর্বপ্রথম সেকুলার ধ্যান-ধারণা বিকাশ লাভ করে। সম্ভবত সেই কারণেই সেকুলার কথাটার বাংলা করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ। কেউ কেউ অবশ্য এই ধর্মনিরপেক্ষ বলতে বোঝেন ধর্মবিরোধী। এদের কথা মনে রেখেই শ্রীরায় বলেছেন, 'সেক্যুলার কথাটা ধর্মের বিপরীত নয়। ধর্ম থাকুন, কিন্তু তা যেন আফিং না হয়। ধর্মের নেশায় যেন তারা স্বাধীনতা বিকিয়ে না দেয়।' (আমাদের ভবিষ্যৎ, পৃ. ২৩৫, প্রবন্ধ) তিনি আরও বলেছেন, 'মানুষ মানুষকে ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত করতে সব সময় রাজি নয়, এই হলো সেক্যুলার মনোভাবের আদত কথা। নইলে ধর্ম ছাড়তে বা ধর্মে অবিশ্বাস করতে কেউ বলছে না। সেক্যুলার স্টেট ধর্মবিরোধী নয়। ভেদবুদ্ধিবিরোধী।' (স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা, পৃ. ২৭১, প্রবন্ধ) ধর্ম এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রীরায়ের সাফ কথা হল, 'ধর্ম চিরকাল থাকবেই, ধর্ম না হলে মানুষের চলে না। রাষ্ট্রও চিরকাল থাকবে, যদি না মানুষের জীবন বিকেন্দ্রীকৃত হয়। ধর্মের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই, আমরা বরং ধর্মের ঝগড়া চুকিয়ে দিতে চাই। সে অধ্যায় শেষ হলে আমরা বাঁচি। আমরা বলি ধর্মও থাকুক রাষ্ট্রও থাকুক। কিন্তু জোড়া লেগে ধর্মরাষ্ট্র না হোক।' (চেতাবাণী, পৃ. ২৩০ প্রবন্ধ) হিন্দি 'পন্থনিরপেক্ষ' কথাটা বোধ হয় 'সেকুলার'-এর অনেকখানি কাছাকাছি। কারণ ধর্ম নয় এমন যেসব পন্থ বা ডগমাসর্বস্ব জীবনদর্শন আছে যার মধ্যে নাস্তিক্যও পড়ে, যথার্থ সেকুলারিস্ট সেগুলি সম্পর্কেও রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। রাষ্ট্র যেহেতু সমস্ত নাগরিকের কাছেই আনুগত্য দাবি করে তাই কোনও নাগরিক নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী হলেও তার অধিকার কিছুমাত্র কম হতে পারে না।

বস্তুবাদীদের কেউ কেউ সেকুলার কথাটার বাংলা করেছেন পার্থিব। তাঁরা বলেন, 'All secular concepts start with the non-recognition of any supernatural entity অর্থাৎ যে কোনও অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতির পথেই সমস্ত পার্থিব চিন্তার জন্ম।' এঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এগোলে সেকুলার রাষ্ট্রের শেষ পর্যন্ত ধর্মবিরোধী না হয়ে উপায় নেই। আমাদের দেশের রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের বেশির ভাগই কিন্তু এই ব্যাখ্যার ধার ধারেন না। তাঁদের কাছে সেকুলার স্টেটের বর্তমানে মানে দাঁড়িয়েছে 'equal encouragement of all religions বা সমস্ত ধর্মে সমান উৎসাহদান।' অন্নদাশঙ্কর রায় সেকুলারিজমের স্পিরিট যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা এই দুই মতের চেয়ে অনেকখানি ভিন্ন প্রকৃতির।

একথা অবশ্য ঠিক, সেকুলারিজমের সমস্ত ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে মানুষ। শ্রীরায় যেমন বলছেন, 'এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এ কথা সকলে জানে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, মানবিকতার যুগ। যাকে বলে হিউম্যানিজম তার লক্ষণ হলো সমাজের চেয়ে মানুষ বড়ো, সম্প্রদায়ের চেয়ে মানুষ বড়ো, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো।' (যুগজিজ্ঞাসা, পৃ.

২৪৫, প্রবন্ধ) মানুষকে এই গুত্বপ্রদানই হল সেকুলারিজমের আদত লক্ষণ। আগে এই গুত্বের জায়গায় ছিলেন ঈশ্বর। কিন্তু মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে সেকুলারিস্টদের সমস্ত চিন্তাভাবনা বিবর্তিত হলেও তাঁরা তাঁদের মতো করে ঋি-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কোনও চেতন সত্তার উপলব্ধিতে পৌঁছবেন না কিংবা বস্তুবহির্ভূত কোনও অতিপ্রাকৃত সত্তাকেই মানবেন না এমন ধারণা ঠিক নয়। কিন্তু কোনও ভাবেই সেই অতিপ্রাকৃত সত্তা তাঁদের কাছে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধিনিষেধের ধবজাধারী ঈশ্বর নন। কারণ সেকুলারিস্টগণ ঋিাস করেন মানুষের ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার হবে সর্বজনীন মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের নিরিখে, কোনও ঈশ্বর দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট বিধি-বিধানের নিরিখে আদপেই নয়।

ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রের এইরকম একটা সেকুলার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা ভারতবর্ষের মানুষের পক্ষে তেমন কিছু কঠিন নয়। মনে রাখতে হবে এখানে ঈশ্বরচেতনা, যা কিছু ভাল তার মধ্যে ভগবানের প্রকাশ আর যা কিছু খারাপ তা শয়তানেরক ারসাজি, এই রকম কোনও সরলীকৃত ব্যাপার নয়। এখানে বিচিত্র বিধি-নিষেধের ধবজাধারী বহু দেব-দেবীর মধ্যে ব্যক্তিকৃত ঈশ্বর যেমন আছেন তেমনই এমন ঈশ্বরও আছেন যিনি ঋিচরাচর ব্যাপ্ত করে একটি চেতনসত্তার অনুভব মাত্র। যে অনুভবের ভিত্তিতেই বলা হয় জগৎসংসারের সবকিছুই ব্রহ্মময়। সবকিছুই যদি ব্রহ্মময় হয় তা হলে তো আর দেবতা-দ ানব, ভগবান-শয়তান বলে কিছু থাকে না। সে ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার হয়ে পড়ে নিরর্থক। অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরিখে বিচার আর এগোতে চায় না। তাই মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তার সর্বোত্তম কল্যাণ কামনায় ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তাই আধুনিক জীবনের তাগিদে সেকুলার মানবতাবাদের চিন্তা যখন ইউরোপ থেকে এসে আমাদের ভাবজগতে আলোড়ন তুলল তখন আমাদের মনীষীগণ সেটাকে গ্রহণ করলেন নিজেদের মতো করে। মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিবিচার, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই তাঁরা ম ানবতাবাদী চিন্তার বিকাশসাধন ঘটালেন ঠিকই কিন্তু এঁদের মধ্যে সেই সব মনীষীর চিন্তাই গণমানসের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হল যাঁরা এই সেকুলার মানবতাবাদকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ধাঁচে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য যে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য।

একথা অবশ্য একশো ভাগ ঠিক যে ইউরোপের সেকুলার ধ্যান-ধারণার অভিঘাতেই আমরা প্রথম সচেতনভাবে ধর্মীয় ঈশ্বর এবং দেব-দেবী নিরপেক্ষভাবে সর্বজনীন মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের কথা ভাবতে শু করি। কিন্তু এর ফলে ঈশ্বরচিন্তার আর একটি রূপ যে আমাদের মধ্যে ছিল সেটা অন্য তাৎপর্য পেতে শু করে। রামমোহন যে ঈশ্বরের কথা আমাদের শোন ালেন তার সঙ্গে হিন্দুসমাজে প্রচলিত দেব-দেবীমূলক ঈশ্বরচিন্তার মিল ছিল না। ফলে সমাজে আলোড়ন শু হয়। রামমোহন কোনও ঋষি বা প্রেরিত পুষ ছিলেন না। তিনি সেরকম কোনও দাবিও করেননি। যে রকম নতুন ধরনের ঈশ্বরচিন্তার সূচনা তিনি করলেন তা ছিল রেনেসাঁস চেতনাপুষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী মানুষের ঈশ্বরভাবনা। যদিও এই ঈশ্বর ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ঐতিহ্য বহির্ভূত কোনও সত্তা নয়। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যাওয়ায় এটাকে গণ্য করা যেতে পারে পন্থনিরপেক্ষ ভ ারতীয়ের ঈশ্বরভাবনা হিসাবে। যদিও পরবর্তীকালে রামমোহনের অনুগামীরা এই ঈশ্বরভাবনাকে কেন্দ্র করে আর একটি নতুন পন্থের জন্ম দিয়েছিলেন।

আমার নিজের ধারণা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঈশ্বরচিন্তাও এই রকমই একটা ব্যাপার। তাঁরাও হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে প্রচলিত সংস্কারগুলিকে বিশেষ আমল দেননি। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াগুলি ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত জগৎকল্য াণকেই দিয়েছেন সর্বোচ্চ স্থান। বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। এইভাবে জগৎকল্যাণ তথা ম ানবকল্যাণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে ঈশ্বরচিন্তার বিবর্তন এর আগে দেখা যায়নি। মনে রাখতে হবে এঁদের এই জগৎকল্যাণ ভ াবনার মধ্যে কোনওরকম স্বর্গলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তির বাসনা ছিল না। বিবেকানন্দ বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা করে দেশের যুবকদের বলেছেন, 'তোমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্ম। তোমরা ব্রহ্মের তেজে জেগে ওঠ'। এই ব্রহ্ম তেজে জাগ্রত যুবকদের তিনি দেশব্রতী হতে বলেছেন। মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ওঠার আহ্বান দিয়েছেন। বলেছেন, দেশের একটা মানুষও যতক্ষণ অভুক্ত থাকবে তাকে খাওয়ানোই যথার্থ ধর্মাচরণ। বলেছেন, নিজেদের জাতীয় পরিচয়ে গৌরবান্বিত হয়ে উঠতে (এই কথাটার এখন অবশ্য শোনা যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যা)। উপদেশ দিয়েছেন, গীতাপাঠ স্থগিত রেখে ফুটবল খেলে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে। এইসব কোনওমতেই সেই সময় দেশে প্রচলিত ধর্মীয় চিন্তার প্রতিধবনি ছিল না। এ একেবারে অন্য ধরনের ভাবনা। পুরো ব্যাপারটাই পার্থিব, ইহলৌকিক; পারলৌকিক ভাবনার কোনও স্থানই

এখানে নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই ভাবনা পন্থনিরপেক্ষ। বিবেকানন্দ শুধু হিন্দুকে আহ্বান করেননি, তিনি ডাক দিয়েছেন সারা ভারতের সমগ্র জনসাধারণকে। এই কারণে একেই আমি বলতে চাই, এ হল সেকুলারিস্ট বা পন্থনিরপেক্ষ ভাবনার ভারতীয় রূপ। যদিও এই ভাবনা তখনও বৃহত্তর হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্যের বৃহত্তর গন্ডি অতিক্রম করেনি। বিবেকানন্দের ধর্মীয় আত্মপরিচয়ে হিন্দু আইডেনটিটিই ছিল মূল কথা। কিন্তু এই হিন্দুত্ব পুরোপুরি তাঁর নিজের ব্যাখ্যাকৃত, যা সমকালীন কোনও পন্থেরই অনুসারী ছিল না। বেদান্ত দর্শনভিত্তিক হিন্দুত্বের এই অভিনব ব্যাখ্যা (যার মস্তিষ্ক বেদান্ত এবং দেহ ইসলাম) হিন্দু আইডেনটিটির গন্ডি অতিক্রম করে যায় রবীন্দ্রনাথে এসে।

একজন যথার্থ সেকুলারিস্ট মানবতাবাদী মানুষের ঈশ্বরচেতনার এবং জগৎকল্যাণচিন্তার কীভাবে মেলবন্ধন ঘটতে পারে তার সর্বোত্তম নিদর্শন আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যখন দেশের মানুষের সমস্যার কথা বলেন, সেগুলি সমাধানের পথ খোঁজেন, প্রচলিত ধর্ম সে ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার বিদ্ধেও কলম ধরতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কখনও কখনও এমন মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে প্রচলিত কোনও ধর্মেই তাঁর আস্থা নেই। প্রাচীন ভারতের আশ্রমবাসী ঋষিদের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব ছিল ঠিকই কিন্তু ঋষিবাক্য মাত্রেই অভ্রান্ত এমন বিশ্বাস তাঁর কোনও দিনই ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে কোনও বিশেষ ধর্মের আওতাভুক্ত মানুষ হিসাবে কল্পনাই করা যায় না। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ মতাদর্শেরপ্রতিও তাঁর কোনও রকম অন্ধআনুগত্য ছিল না। সব কিছুকেই তিনি যুক্তি বুদ্ধি, নিজের এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি একজন পুরোপুরি পন্থনিরপেক্ষ মানুষ। কিন্তু এই পন্থনিরপেক্ষতা তাঁকে শিব ও সুন্দরের সাধনা থেকে বিরত করতে পারেনি কখনওই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্ত ভারতীয় সেকুলার হিউম্যানিজমের আদর্শ তাই অনন্য।

এই অনন্য রাবীন্দ্রিক ভারতীয় সেকুলারিজমের স্পিরিট যথার্থভাবে অনুধাবন করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। শ্রীরায়ের সেকুলারিজম তাই বস্তুবহির্ভূত সত্তার পরিপূর্ণ অস্বীকৃতির নামান্তর নয়, কিংবা সর্বধর্মে সমান উৎসাহপ্রদান নামক অপব্যাখ্যারও অনুসারী নয়। প্রচলিত কোনও বিশেষ ধর্ম কিংবা দেব-দেবী ধারণা যে তাঁর স্বীকৃতি পায়নি একথা তো বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ যুক্তিবিচারের ভিত্তিতে সর্বজনীন মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণই অন্নদাশঙ্করের সেকুলারিজমের মূল লক্ষ্য। সেকুলার স্টেটের পক্ষপাতী তিনি এই কারণেই। তিনি মনে করেন, 'হিন্দুত্ব বা ইসলাম বা খ্রীস্টধর্ম নিয়ে যদি মানুষ সন্তুষ্ট থাকত তা হলে মানব বিবর্তন এইখানে শেষ হয়ে যেত। সেই শেষ নয়। তাই মানবিকবাদের উদয় হয়। মানবিকবাদ মানব থেকে আরম্ভ করে, ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে না' (বিষাদসিন্ধু, পৃ. ৬২, খোলা মন ও খোলা দরজা) তাঁর দাবি, এই রকম ভাবনার ভিত্তির উপর গড়ে উঠুক সেকুলার স্টেটের ইমারত। কিন্তু যেহেতু অন্নদাশঙ্করের সেকুলারিজম ভারতীয় পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও ব্যাপার নয় এবং তা শতকরা একশো ভাগ রাবীন্দ্রিক তাই কল্যাণময় ঈশ্বরচেতনার সঙ্গেও রয়েছে এর গভীর সংযোগ।

অন্নদাশঙ্কর অবশ্য একে ঈশ্বর বলতে নারাজ। তাঁর মতে এটা চিরন্তন কোনও চিৎ সত্তা। 'নীতিজিজ্ঞাসা' প্রসঙ্গে নিজের মনের সংশয় প্রকাশ করে সেই ১৯২৯ সালে তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা আকাশ বাতাস জয় করেছি, মানুষের মনের অলিগলির খবর রাখি, কিন্তু সব মিলিয়ে যা এক—যাকে বিশ্বাস করাটাই যাকে জানা—যাকে বোধ করাটাই যাকে বোঝা—সেই অখণ্ড ও অনির্বাণ স্বতঃসিদ্ধের বেলায় আমরা সংশয়বাদী। কেন আমাদের জন্ম, কেন আমাদের মৃত্যু, কেন আমাদের সুখ দুঃখ — কেন-র উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনে। বেদ-বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও কথামালার গল্প দুই সমান আজগুবি ঠেকছে।

'সব অস্থিরতা সত্ত্বেও কী স্থির সেইটে না জানলে বিশ্বাস রাখব কার উপরে, নিষ্ঠা রাখব কার প্রতি? সব পরিবর্তন সত্ত্বেও কী অপরিবর্তনীয় সেইটে না জানলে পরিবর্তনে আনন্দ পাব কেমন করে? যা কিছু সৃষ্টি করব সবই কি লোপ পাবে? যা কিছু হব তার কিছুরই কি চিহ্ন থাকবে না? এ জীবনের কি এই জীবনেই আদি এবং এই জীবনেই শেষ? যত খুশি অন্যায় করে গেলে কি মৃত্যুর পরে তার শাস্তি নেই? আজীবন যাতনা পেলে কি মৃত্যুর পরে তার পুরস্কার নেই? আত্মা কি অমর নয়? আমরা কি এত অসহায় যে পৃথিবী ধ্বংস হলে আমাদেরও ধ্বংস হবে? কাল কি এত নিষ্ঠুর যে ভালো মন্দ উভয়কেই মুছে দেবে? মঙ্গলময় কি নেই? নবনীতির ভিত্তিপাতের জন্যে চিরন্তনকে আবিষ্কার করা আবশ্যক।' (নীতিজিজ্ঞাসা, পৃ. ৫৭, প্রবন্ধ) অন্নদাশঙ্করের এই নবতি বর্ষ পূর্তির সময়েও অতি সম্প্রতি তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি গ্ধ এই

চিরন্তনের প্রতি আস্থা তিনি কোনও দিনই হারাননি। কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সব রকম মানবকল্যাণ চিন্তার গভীরে এই চিরন্তনের অবস্থান না থাকলে মানুষের সত্যাসত্যের ধারণা এবং নীতি-মূল্যবোধের কোনও ভিত্তি থাকে না। কিন্তু এই চিরন্তন চিৎসত্তার সঙ্গে প্রচলিত ঈশ্বর ধারণাকে মিলিয়ে ফেললেই বেধে যায় যত গোলমাল। তখন চলে আসে ধর্ম এবং ক ান টানলেই যেমন মাথা আসে সেই ভাবে চলে আসে জাত-পাত, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি জটিল সব সমস্যা।

তাই অন্নদাশঙ্করের বিশ্বাস, আমাদের দেশে সেকুলারিজমের ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটাতে হবে প্রচলিত ধর্ম, ঈশ্বর এবং দেব-দেবী সংক্রান্ত সংস্কারগুলি এড়িয়ে গিয়ে। অন্তত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনও রকম প্রশ্রয় প্রদান চলবে ন া। শ্রীরায়ের দৃঢ় অভিমত, আমাদের মতো এই বহু ধর্ম, বহু দেব-দেবী, বহু জাতি-বর্ণ এবং বহু ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশে সেকুলারিজমকে জাতীয় আদর্শ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। পাকিস্তান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ করে কিংবা বাংলাদেশ ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধানের প্রতীক করে পার পেয়ে গেলেও আমাদের পক্ষে এর কোনটাই সম্ভব নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হতে পারে একমাত্র সেকুলারিজম। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে পুরোপুরি ইউরোপীয় মডেলের সেকুলারিজম এখ ানে চলবে না। এই সেকুলারিজম নিঃসন্দেহে হবে রাবীন্দ্রিক। যেখানে মানবকল্যাণচিন্তার সঙ্গে অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে শিব এবং সুন্দরের সাধনার।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ যদি এই রাবীন্দ্রিক ভারতীয় সেকুলারিজমের স্পিরিট যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারেন তা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পন্থ নিরপেক্ষ মানবতাবাদের আবেদন দেশের তৃণমূলে পৌঁছে দিতে কোনও অসুবিধাই হবে না। আর এই রাবীন্দ্রিক ভারতীয় সেকুলারিজমের স্পিরিটকে ঠিকভাবে হ দয়ঙ্গম করতে হলে বিষয়টিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করেছেন যে চিন্তাবিদ সেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের শরণাপন্ন হওয়া ছাড় া আমাদের অন্য কোনও উপায় নেই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com